সংবাদ

তারিখ ... 11 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

পীরগঞ্জ ঃ নির্মীয়মাণ চতরা মহিলা কলেজ ভবন —সংবাদ

পীরগঞ্জের চতরা মহিলা কলেজের কর্তৃত্ব নিয়ে সংঘর্ষের আশঙ্কা

❑ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

পীরগঞ্জ (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার চতরা বন্দরে মহিলা কলেজের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরদমান দু'দল এখন চরম উত্তেজনায় মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। যেকোন মুহূর্তে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে চতরা মহিলা কলেজের নির্মাণকাজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। এলাকাবাসী ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করেছেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, জনৈক সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজস্ব আত্মীয় আবদুল নূর মণ্ডলকে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগদান করেন। নিয়োগপ্রাপ্তির পর অধ্যক্ষ একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রভাষক-কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেন। এরপর প্রার্থীদের কাছে দরকষাকষির পর সর্বসাকল্যে অর্ধকোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হলে বিষয়টি বুমেরাং হয়ে যায়। এদিকে অভিযুক্ত এ পদস্থ ব্যক্তির মনগড়া কমিটি বাতিল ও তছরুপকৃত অর্থের হিসাব দাবি করে গত ২৮শে আগস্ট এলাকাবাসী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমাবেশ করেন। স্থানীয় সাংসদ নূর মোহাম্মদ মণ্ডলও এতে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশশেষে সর্বসম্মতভাবে চতরা ইউপি চেয়ারম্যান বেগম আলেয়া জলিলকে আহ্বায়ক করে ১৯ সদস্যের অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করা হয়। যথারীতি অর্গানাইজিং কমিটি কার্যক্রম শুরু করলে পরিস্থিতি আরও জটিল ও ভয়াবহ রূপ নেয়। স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়, পদস্থ সেই ব্যক্তি নেপথ্যে কলকাঠি নাড়িয়ে চতরা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাফী মণ্ডলকে সভাপতি করে গঠিত কমিটির নেপথ্য সহযোগিতায় কথিত অধ্যক্ষ আবদুন নূর মণ্ডল কলেজের বিশেষ তহবিল ও সাধারণ তহবিলের মোটা অর্থ পকেটস্থ করেন। এলাকার আবদুর রাজ্জাক ৬৮ শতাংশ জমি এবং ওমর আলী ৬৬ শতাংশ জমি দান করেন— এ ব্যক্তিদ্বয়ের দানকৃত জমিতে কলেজের ভবন নির্মাণকাজ চলছে। অথচ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে এ জমি ক্রয় হিসেবে তথ্য দাখিল করেছেন বিতর্কিত সেই ব্যক্তি। নিজস্ব ভবন থাকা সত্ত্বেও পৃথক একটি বাসায় মহিলা কলেজের ক্লাস চালানো হচ্ছে। প্রকৃত প্রভাষকের পরিবর্তে যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিদের দ্বারা ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্মরণযোগ্য যে, ইতোপূর্বেও ওই ব্যক্তি বিভিন্ন কৌশলে চতরা মহাবিদ্যালয় স্থাপনকালে নিয়োগের নামে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেন। বিভিন্ন স্থানে ফাঁদ পেতে কলেজের অনুদান গ্রহণ ও তা আত্মসাৎ করেন। পরবর্তীতে বিষয়টি অবগত হওয়ার পর ওই ব্যক্তিকে কমিটি থেকে বের করে দেয়া হয়। একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে চতরা মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়েও। এলাকাবাসী এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বোর্ড কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ দাবি করছেন।